কামাল আরসালান

ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে বাংলাদেশ

টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ এ বছরই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভিস্যাট সার্ভিস চালু করার আশ্বাস দিয়েছেন। আগ্রহী ব্যবহারকারীগণ তাদের প্রয়োজনীয়তার বিবরণসহ ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়ে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভিস্যাটের প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বেক্সিমকোসহ দেশীয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। দেশের ইপিজেডগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ প্রথমে ঢাকা ইপিজেডের কর্তৃপক্ষকে ভিস্যাট বসানোর পরামর্শ দিয়েছেন যেন ঐ এলাকায় শিল্পোদোক্তারা ভিস্যাট সার্ভিসের সুযোগ পায় এবং নতুন বিদেশী উদ্যোক্তারা এই আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উপস্থিতির কারণে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়।

২-৩ মিটার ব্যাসের ডিস-(টিভির ডিস এন্টেনার মত) বিশিষ্ট ভিস্যাট হলো টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে নবতর সংযোজন। এর মাধ্যমে ভয়েস, ডাটা এবং ফ্যাক্সিমিলি (ছবি) সরাসরিভাবে উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে আদান-প্রদান করা যায়। গ্রাহককে সরকার নিয়ন্ত্রিত আর্থ ষ্টেশন যেমন মহাখালী আর্থ ষ্টেশনের উপর নির্ভর করতে হবে না। তবে বর্তমানে টিএন্ডটির সরবরাহ করা ভিস্যাট-এর মাধ্যমে শুধু তথ্যের আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে। ভয়েস বা ফ্যাক্সিমিলি ট্রান্সমিশনের ব্যবস্থা থাকবে না।

আন্তর্জাতিক ভিস্যাট চালু হলে যে শুধু বিদেশী বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে তা নয়। আমরা আশা করছি দেশে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানীর শিল্প বিকাশে ভিস্যাট দীর্ঘদিনের বিরাজমান অন্তরায় আন্তর্জাতিক হাইস্পিড ট্রান্সমিশনের অভাব দূর করে এই ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন প্রস্তাবিত ভিস্যাটের মাধ্যমে ৬৪ কেবিপিএস থেকে ২ এমবিপিএস পর্যন্ত গতিতে তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব হবে।। তথ্য আদান-প্রদানের এই গতি এই শিল্পের চাহিদা পুরণ করতে সক্ষম হবে।

ক্ষয়িষ্ণু প্রযুক্তিকে পাশ কাটিয়ে লীপ ফ্রগিং (leap frogging) করে আধুনিকতম তথ্য প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকান্ডেও অপরিমেয় শক্তি সঞ্চারের সুবাদে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দৃঢ়ভিত্তি প্রদানের সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করেছে কমপিউটার জগৎ প্রতিষ্ঠার জন্ম-লগ্ন থেকেই। পত্রিকার প্রথম বর্ষেই ১৯৯১ সালের অক্টোবরে সর্বপ্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাব্যতার কথা প্রকাশ করে কমপিউটার জগৎ। তখনই কমপিউটার জগৎ ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্যে অপরিহার্যরূপে উচ্চগতির ডাটা ট্রান্সমিশনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ডাক দেয়। সে সময়ে সরকার যখন দেশে ডিশ এন্টেনাকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত চিন্তাভাবনা করে তখন কমপিউটার জগৎ-এর সম্পাদনা উপদেষ্টা মোঃ আবদুল কাদের বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদগণের উপস্থিতিতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রীর মাধ্যমে সরকারের কাছে বরং ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার শিল্পের প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অন্যান্য প্রস্তাবনাসহ সাধারণ্যে উপগ্রহের বিমুখী আর্থষ্টেশন ছড়িয়ে দেবার পথ রচনার পরামর্শ দেন।

কমপিউটার জগৎ-এর এ বছরের 'জুলাই' সংখ্যায় আন্তর্জাতিক ভিস্যাটের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনে দেশের নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্লেখ করা হয়েছিল যে বর্তমানের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য দেশে আন্তর্জাতিক ভিস্যাটের ব্যবহার শুরু করা জরুরী হয়ে পড়েছে। আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে ভিস্যাটের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে সুদীর্ঘ ৪ বছর ধরে টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষকে অনেক অনুরোধ আবেদন করার পর যখন হাইস্পিড ডাটা ট্রান্সমিশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানীর শিল্পে কি অবদান রাখতে পারবে? ৪ বছর আগে এই ব্যবস্থা চালু করলে এই দীর্ঘ সময়ে আমরা এক্ষেত্রে অবশ্যই একটা সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে যেতাম। বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি শিল্পে ছোট ছোট উদাহরণ বাদ দিলে আমাদের অবস্থান হল তিনটা প্রতিষ্ঠান বড় আকারে এক্ষেত্রে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। সবচেয়ে অগ্রগামী হল এনএসিডি। তারা তাদের প্রথম ব্যাচের ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের ট্রেনিং শেষ করে এখন ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একই সঙ্গে তারা সফটওয়্যার ডেভেলা পার তৈরী করার জন্য সিংগাপুরের জেনেটিক কমপিউটার স্কুলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কমপিউটার ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে।

দেশের দ্বিতীয় ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠান হল অ্যামেরিকান কমপিউটিং কমিউনিকেশন লিঃ (এসিসিএল)। তারা প্রয়োজনীয় কুশলীদের বাছাই শেষ করে ট্রেনিংয়ের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে অল্পদিনের মধ্যে। দেশের তৃতীয় ডাটা এন্ট্রি প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিসোর্স ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন লিঃ। যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ অনুযায়ী তারা আইবিএম-এর AS/400 বসানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমানে কুশলী সংগ্রহের কাজ চলছে এবং নভেম্বরে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ তাদের অঙ্গিকার অনুযায়ী নভেম্বর/ ডিসেম্বরের মধ্যে ভিস্যাট সার্ভিস চালু করতে পারলে নতুন বছরের শুরু থেকেই এই তিনটি প্রতিষ্ঠান একযোগে রপ্তানীমুখী ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়া আরও কয়েকটা প্রতিষ্ঠান যারা ডাটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থার অপেক্ষায় ছিল তারাও এখন এই শিল্পে অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিদেশী বিনেয়োগের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল।

রপ্তানীমুখি ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্প তিনটা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। হাইস্পিড ডাটা ট্রান্সমিশন, দক্ষ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও সফটওয়্যার ডেভেলপার (আইএসও মানের) এবং কপিরাইট আইনের নিশ্চয়তা। টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুত ভিস্যাট সার্ভিস নির্দিষ্ট সময়ে চালু করলে দেশে হাইস্পিড ডাটা ট্রান্সমিশনের অভাব পূরণ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো ডাটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থার অনিশ্চিয়তার কারণে উদ্যোক্তারা এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন নাই। অনভিজ্ঞতার কারণে বিসিসি বা কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয় নাই।

আন্তর্জাতিক উন্নতমানের ডাটা এন্ট্রির জন্য অপারেটরকে ইংরেজী মোটামুটিভাবে ভাল জানতে হবে এবং ঘন্টায় তার ষ্ট্রোকের হার একটা নির্দিষ্ট মানের হতে হবে এবং কাজ করতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানকে ঐ মানের নির্দিষ্ট সংখ্যার অপারেটর সংগ্রহ করতে হবে। ইতিপূর্বে এই বিষয়টার উপর গুরুত্ব না দেওয়ার ফলশ্রুতিতে নতুন উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা বহুলাংশে ব্যাহত হচ্ছে। উপযুক্ত মানের ও উপযুক্ত সংখ্যক অপারেটর না পাওয়ায় এনএসিডিকে নিজস্ব উদ্যোগে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এর ফলে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নি। এসিসিএল এবং ইউনিসোর্স ইন্টারন্যাশনালকেও একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অন্যান্য নতুন উদ্যোক্তাদের এই সমস্যায় পড়তে হবে। এই সমস্যার সমাধান করতে আরও অন্ততপক্ষে কয়েক মাস লেগে যাবে।

বাংলাদেশে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার ডেভেলপের কাজ করতে হলে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিজস্ব সফটওয়্যার পাঠাতে হবে। দেশে কপিরাইট আইনের নিশ্চয়তা না থাকলে বিদেশী উদ্যোক্তারা এ ব্যাপারে ভরসা পাবে না এবং এদেশে কাজ পাঠাতে আগ্রহী হবে না। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে এই ক্ষেত্রে অবিলম্বে নির্ভরযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হবে (এ সংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এর খবর বিভাগে ভারতের উদাহরণ দ্রষ্টব্য)।

ধারণা করা হচ্ছে প্রযুক্তির অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও অন্তত বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ডাটা এন্ট্রির কাজ চলবে। দেরীতে শুরু করলেও বাংলাদেশের সাফল্য লাভ করার সম্ভাবনা আছে। কারণ ইতিমধ্যে এশিয়ার দেশগুলো যেমন ভারত, ফিলিপাইনস ইত্যাদি দেশে মজুরীর হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে শ্রমমূল্য কম হওয়ায় যদি ভিস্যাট চালু হয়ে যায় তবে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে কাজগুলো আমাদের দেশেই চলে আসবে।

আগামী পাঁচ বছরে ডাটা-এন্ট্রির শিল্পকে দক্ষতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে এর সাথে সাথে সফটওয়্যার শিল্পেরও দ্রুত বিকাশ

(২২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

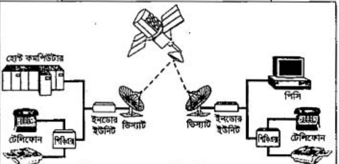

চিত্র ঃ সংযোগ ব্যবস্থায় ভিস্যাট-এর প্রয়োগ

	cislist	cislist @ gwuvm	Computer & Information Systems list.
	cmpenet	cmpenet @ psuvm	Computer Engineering List.
	games-l	games-l @ brownvm	Computer Games List.
		games-l @ grearn	"
		games-l @ krsnucc1	"
		games-l @ utarlvm1	"
	graphics	graphics @ ohstvma	Computer Graphics OSU Discussion List.
Economics	"econolist"	corryfee @ hasara 11	List of the Facalty of Economics, University.
	Econed-l	econed-l @ utdallas	Research in Economic Education.
Education	educational.	erl-l @ tcsvm	Directional Research list (TCSVM)
	adlted-l	adlted-l @ ureginal	Canadian Adult Education Network.
	crewrt-l	crewrt-l @ mizzou1	Creative Writing in Education for teachers.
	edlaw	edlaw @ ukcc	Law & Education.
Funance	finance	finance @ templevm	The Electronic Journal of Finance.
Health	ahl	Ahl @ gwuvm	American Health Line News Service.
	inhealth	inhealth @ rpiecs	International health Communication.
History	history	history @ csearn	(Peered) History.
	history	history @ umrvmb	(Peered) History Discussion List.
Islam	islam-l	islam-l @ ulkyvm	History of Islam.
India	india	india @ pccvm	The India list.
	india-d	india-d @ templevm	The India Interest Group.
	india-l	India @ templevm	The India News Network.
Internet	netscout	netscout @ itesmvf1	The BITnet/Internet scouts.
	nettrain	nettrain @ ubvm	Internet/Bitnet Network Trainers.
Japanese	jpinfo-l	jpinfo-l @ jpnsUtoo	Information List about Japan.
Library	colldv-l	colldv-l @ usevm	Library of the future.
	libnet-l	libnet-l @ emuvm1	Library Collection Development List.
	virtual	virtual @ indycms	Library CD-ROM netwrk and Arial workstation.
MBA	mba-l	mba-l @ marist	MBA student curriculum discussion
Music	update-elect	upnews @ marist	Update Electronic Music Newsletter.
	allmusic	allmusic @ auvm	Discussions on all form of Music.
Nursing	nrsing-l	nrsing-l @ umssmdvm	Nursing Information List.
Philosophy	femsem	femsem @ sbccvm	History & Philosophy of Mailing list (Stony).
Physics	phys-l	phys-l @ uwf	Forum for physics Teachers.
	phys-stu	phys-stu @ uwf	Physics Student Discussion List.
	physic-l	physic-l @ tauntvm	Physics List.
Political	psrt-l	psrt-l @ mizzou1	Political Science Research and Teaching List.
Psychology	iapsy-l	iapsy-l @ uga	Industrial Psychology
	apasd-l	apasd-l @ vtvm2	APA Research Psychology Network
Statistics	edstat-l	edstat-l @ ncsuvm	Statistics Education Discussion.

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ইন্টারনেট এসে গেছে অনেক আগেই। আমরা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি। যোগাযোগবিহীন অবস্থায় সময়ের গতিতে আমরা তাল হারাতে চলেছি। গোটা বাংলাদেশকে দ্রুততা সাথে কমপিউটারায়ন এবং ইন্টারনেটে যুক্ত করা দরকার এখনই। ব্যক্তিগতভাবে একাজ করা সম্ভব নয়। বিশাল পুঁজি ঢালতে হবে একাজে। তাই দেশের স্বার্থে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে 'টাকায় টাকা আনে' প্রবাদটি ঐ মোটা অংকের পুঁজিকে নিঃসন্দেহে ফিরিয়ে দেবে। উপরি আসবে তার লভ্যাংশ। পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ করে আমরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন করতে চাই। আর এই জ্ঞান আহরণ করবো ইন্টারনেটের ছায়ায় বসে। ❋

বাংলাদেশে কমপিউটারায়ন

(৫৭ নং পৃষ্ঠায় পর)

বর্তমানে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে বাস্তবিক পক্ষে Trial and error পদ্ধতির মাধ্যমে। কমপিউটারের বহুমাত্রিক ব্যবহার বিস্তার ঘটছে শ্লথ গতিতে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বর্তমান কমপিউটার সংখ্যা ও সুযোগ বিদ্যমান রেখেও কমপিউটারের আরো ব্যাপক ও বহুমাত্রিক ব্যবহার সম্প্রসারণ সম্ভবপর। এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কিছু নীতিমালা, পদ্ধতি ও নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষভাবে নীতি নির্ধারণী ও সদর দপ্তর পর্যায়ের দপ্তরের জন্য (১) অফিস ব্যবস্থাপনায় (পত্র যোগাযোগ, তথ্য সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও রুটিন কাজ), কমপিউটার ব্যবহার (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণে কমপিউটার ব্যবহার, (৩) অর্থ ব্যবস্থাপনায় কমপিউটার ব্যবহার এবং (৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপিউটার ব্যবহারের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে ওয়ার্ড প্রেসেসিং, স্প্রেডশীট ও ডাটাবেস ভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহারের বিষয় বিবেচনায় রেখে এ ধরনের নির্দেশিকা প্রণীত হতে পারে।

(চলবে)

ডেলটা নেটওয়ার্ক সিস্টেম

(২৭ নং পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে এবং তাদের সিস্টেম ডায়াল আপ, লিজলাইন, X.25, X.400 গেটওয়ে সাপোর্ট করবে। খুব শীঘ্রই খুলনা, চট্টগ্রামসহ সব কয়টি বিভাগে তাদের সার্ভিস প্রদানের কাজ শুরু হবে। তাদের প্রধান সার্ভার একই সাথে ৬০টি লাইন চালু রাখতে সক্ষম হবে। তিনি আরো জানান, ব্যবসা বাণিজ্যসহ সফটওয়্যার, সংবাদপত্রের লাইব্রেরী, নেটব্যাংক, ফ্যাক্স এবং সংবাদ সমূহের ফ্রি সার্ভিসসহ সামগ্রীক সার্ভিস তাঁরা প্রদান করবেন। অবশ্য জনগণের এ সব কিছুরই সুবিধা লাভের সম্ভাবনা নির্ভর করছে বাংলাদেশ টিএণ্ডটি বোর্ডের 'আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত আন্তরিক সহযোগিতা ও যথাযথ টেকনিক্যাল সাপোর্টের উপর। □

বিশেষ সুযোগ !

মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এখন থেকে একজন দুই বছরের জন্য অথবা দুইজন একত্রে (বিভিন্ন ঠিকানায়) এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হলে মাত্র ৩০০/= (তিনশত) টাকা নগদ/পেঅর্ডার/মানি অর্ডারের মাধ্যমে পাঠালেই চলবে। ঢাকা শহরের গ্রাহক ব্যতীত চেক গ্রহনযোগ্য নয়। এছাড়া ৬ মাসের জন্য গ্রাহক ফী ১১০/= টাকা এবং এক বছরের জন্য ২০০/= (দুইশত) টাকা মাত্র। গ্রাহক চাঁদা পাঠাতে হবে 'কমপিউটার জগৎ'-এই নামে। ঠিকানা : ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।

ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে বাংলাদেশ

(২৫ নং পৃষ্ঠায় পর)

ঘটবে। ফলে আগামী শতাব্দীতে বর্হিবিশ্বে ডাটা এন্ট্রির কাজ কমে গেলেও তখন বাংলাদেশ তার সফওয়্যার রপ্তানি শিল্পের উপর নির্ভর করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া এই সময়ে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বানিজ্যে কমপিউটারায়নের অগ্রগতির ফলে দেশেই ডাটা এন্ট্রির কাজে বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। সাম্প্রতিকালেই স্কয়ার, বার্জার পেইন্ট, বেক্সিমকো, ব্র্যাক, প্রশিকাসহ বহু প্রতিষ্ঠানে বড় আকারের ডাটা এন্ট্রি বিভাগ গড়ে উঠেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা আশিয়ান দেশগুলোতে উন্নতির প্রবাহ চরম পর্যায়ে রয়েছে। তবে অনেকটা পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ এশিয়া বা সার্কভূক্ত দেশগুলো প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে সর্বাধিক তৎপর হয়ে উঠেছে। এই কারণে আন্তর্জাতিক শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বিনিয়োগকারীরা এই অঞ্চলকে "ফাস্টেষ্ট গ্রোয়িং রিজন" (fastest growing region) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সার্ক দেশগুলোর প্রধান প্রধান শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল হওয়ায় সরকারী মহল যদি ঢাকায় আন্তর্জাতিক মানের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু, বিমান বন্দরের ও কাষ্টমস বিভাগের উন্নয়ন করতে পারেন তবে বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান তাদের দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক অফিস ঢাকাতে বসানোর জন্য উদ্যোগী হবেন। এর ফলে দেশের শিক্ষিত তরুণরা দেশে থেকেই সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে। সম্প্রতি ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের সিটি ব্যাংক যে শাখা খুলেছে সেখানে কমপিউটারায়ন ও ডাটার আদান-প্রদানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঢাকায় আইবিএম -এর যে শাখা রয়েছে তারাই নেপালে আইবিএম সব ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভিস্যাট সার্ভিস চালু করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মহলও যদি যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন তবে অবশ্যই অল্পদিনের মধ্যেই দেশে বিদেশী বিনেয়োগ বাড়বে এবং রপ্তানীমুখী ডাটা-এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশ ঘটবে।

ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্পকে আরও গতিশীল করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ হলো ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে -ইন্টারনেটের সংঙ্গে সংযোগ স্থাপন। বর্তমানে ঢাকার কয়েকটা ই-মেইল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সরাসরি না হলেও পার্শ্ববর্তী কোন দেশের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেট থেকে (অফ লাইনে) তথ্য সংগ্রহের সুবিধা দিচ্ছে। তাই আংশিকভাবে হলেও বলা যায় যে বাংলাদেশ ইফরমেশন সুপার হাইওয়েতে প্রবেশ করেছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কাছে ইন্টারনেটের অভিনব সার্ভিস আসতে আরও সময় লাগবে। ইন্টারনেটের সংঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগকেই টিএন্ডটি কর্তৃপক্ষ স্বাগত জানাবেন বলে জানিয়েছেন। ঢাকার কয়েকটা প্রতিষ্ঠান ও এ ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতা চালাচ্ছে। আমরা আশা করছি এ বছর না হলেও আগামী বছরের মধ্যেই ইন্টারনেটের বিস্ময়কর ভুবনে সরাসরি (অন লাইনে) প্রবেশ করা এদেশের সকলের জন্যই সহজলভ্য হবে। □